সংবাদ

তারিখ 01 APR 2014
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

চাঁদাবাজি আধিপত্য বিস্তার নিয়ে

ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ গুলি বোমা

● আহত ২০ : গ্রেফতার ১৮

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা আবারও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গত রোববার গভীর রাতে ক্যাম্পাসে দুই গ্রুপের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়েছে। তারা বোমা তৈরি করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এতে উভয়পক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গভীর রাতে পুলিশ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস ঘেরাও করে তল্লাশি চালিয়েছে। বোমা তৈরির বিস্ফোরক, চাপাতি, রডসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র উদ্ধার করেছে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ছাত্রলীগের অর্ধশত নেতা ও ক্যাডারকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ১৮ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অন্যদিকে মিরপুর বাংলা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পুলিশ

ঢাকা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

ঢাকা : কলেজে সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানায়, রাত ১টার দিকে ছাত্রলীগ ঢাকা কলেজ শাখার বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক শাকিব হাসান সুইনের অনুসারী রিংকু ও সোহেল গ্রুপ হলের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের সময় ব্যাপক বোমাবাজি ও গোলাগুলি হয়েছে। গভীররাত পর্যন্ত চলে এই সংঘর্ষ। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা প্রাইভেট হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। এ নিয়ে রাতে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও সাধারণ ছাত্রদের রক্ষায় পুলিশ, র‌্যাব ও গোয়েন্দা পুলিশ গভীর রাতে ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস ঘেরাও করে। এরপর অভিযান চালিয়ে ছাত্রাবাস থেকে দা, কুড়াল, চাপাতি, বোমা তৈরির বিস্ফোরকসহ বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করেছে। আর অভিযানের সময় অর্ধশত ছাত্রলীগ ক্যাডারকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা সূত্র জানায়, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। এর আগেও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসে কয়েকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। তখনও পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। তারপরও সেখানে ছাত্রলীগের তাণ্ডব থেমে নেই।

সংঘর্ষের নেপথ্যে : ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ক্যাম্পাস দখলে রেখে ঢাকা কলেজের সামনের ফুটপাত ও দোকানসহ আশপাশে ব্যাপক চাঁদাবাজি করে। যে গ্রুপের ক্যাম্পাসে আধিপত্য বেশি সেই গ্রুপ ঢাকা কলেজের আশপাশ এলাকায় চাঁদাবাজি করে। তাদের দাপট ও চাঁদাবাজিতে ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ।

এর আগে মিরপুর বাংলা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে। এর মধ্যে অনিক গ্রুপ ও মিঠুন গ্রুপ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস দখলে রেখে এই চাঁদাবাজি করছে। পুলিশ ক্যাম্পাস ও হল ঘেরাও করে ৩৫ জনকে আটক করেছে। সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর সেখানে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মাঝে মধ্যেই সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। পুলিশ হার্ডলাইনে থেকে ছাত্রলীগের এ নৈরাজ্য প্রতিরোধ করছে। হলে তল্লাশি চালিয়ে সংঘর্ষকারীদের আটক করে আইনি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা নিয়েছে। এরপরও এখনও বাংলা কলেজে উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।